হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, দিনাজপুর
মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০২৬ উপলক্ষ্যে
মাননীয় ভাইস-চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. মো. এনামউল্যা প্রদত্ত

বাণী

আজ অগ্নিঝরা ঐতিহাসিক ২৬ মার্চ। মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস। আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের আনুষ্ঠানিক সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধ শুরুর ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত দিন। আজকের এ মহান দিবসে আমি সবাইকে জানাই উষ্ণ অভিনন্দন ও রক্তিম শুভেচ্ছা।

মহান স্বাধীনতার ৫৫তম বার্ষিকীর এই মাহেন্দ্রক্ষণে আমি ৭১ এর মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মদানকারী জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বীর শহিদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং তাদের রূহের মাগফেরাত কামনা করছি। আমি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি মহান স্বাধীনতার ঘোষক তৎকালীন মেজর জিয়াউর রহমান, বীর উত্তম কে, যিনি ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম কালুরঘাট বেতার কেন্দ্র থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিলেন। যার সময়োচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ, অসীম সাহসিকতা, বিচক্ষণতা ও বীরোচিত রণকৌশলের মাধ্যমে দিশেহারা ও বিধ্বস্ত জাতি পশ্চিম পাকিস্তানি সশস্ত্র হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে মহান মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। মহান আল্লাহ তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন। আমি গভীর শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সকল সেক্টর কমান্ডার এবং খেতাবপ্রাপ্ত বীরশ্রেষ্ঠ, বীরউত্তম, বীরবিক্রম ও বীরপ্রতিকসহ সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাকে যারা দেশ মাতৃকার স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে আনতে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করেছেন, আহত ও চিরতরে পঙ্গু হয়েছেন এবং প্রিয় স্বজনদের হারিয়েছেন। শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সে সকল মা-বোনকে যারা মানসিক ও শারীরিক নির্যাতনের শিকার হয়েছেন, সম্ভ্রম হারিয়েছেন এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে ত্যাগ স্বীকার করেছেন এই মহান মুক্তিযুদ্ধে।

আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস দেশপ্রেম, আত্মত্যাগ, বীরত্বগাথা ও গৌরবের মহিমায় সমৃদ্ধ। মহান মুক্তিযুদ্ধ কেবল নয় মাসের সশস্ত্র যুদ্ধ নয়, বাস্তবিক পক্ষে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পর্ব থেকে ১৯৭১ এর মার্চ অবধি নানাভাবে আন্দোলন-সংগ্রাম করতে হয়েছে আমাদেরকে ঔপনিবেশিক এবং পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকদের শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে। অধিকার আদায়ের দীর্ঘ লড়াইয়ের পর অবশেষে ১৯৭১ সালে লাখো শহিদের পবিত্র রক্ত ও সম্ভ্রম হারানো মায়ের অশ্রু একই স্রোতে একাকার হয়ে আমরা অর্জন করি প্রিয় মাতৃভূমি- বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা। উদিত হয় স্বাধীনতার লাল সূর্য, বিশ্ব মানচিত্রে স্থান পায় একটি স্বাধীন মানচিত্র ও লাল-সবুজের পতাকা এবং প্রিয় মাতৃভূমি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

আমরা ৭১ -এ পরাধীনতা থেকে মুক্ত হয়েছি বটে কিন্তু, রক্তের বিনিময়ে অর্জিত মহান স্বাধীনতা অর্জনের দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পরও আমাদের গণতন্ত্র বহুবার হোঁচট খেয়েছে। সুযোগ বুঝে শাসক ও শোষক শ্রেণী অশুভ শক্তির ইশারায় আমাদের স্বাধীনতার মূল অর্জনকে বাধাগ্রস্থ করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। বিগত ফ্যাসিস্ট সরকার এক যুগেরও বেশি সময় ধরে দেশের জনগণের ওপর অন্যায়ভাবে শোষণ, জুলুম, অত্যাচার ও নির্যাতন চালাতে থাকে। ফলশ্রুতিতে, দেশের নির্যাতিত মুক্তিকামী ছাত্র-জনতা বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা ও রাষ্ট্র কাঠামো পরিবর্তনের জন্য '২৪ এর জুলাই-আগস্ট এ ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে গড়ে তোলেন তীব্র গণআন্দোলন। আন্দোলনকে দমন করার জন্য ফ্যাসিস্ট সরকার ও পেটোয়া বাহিনী নিরস্ত্র ছাত্র-জনতার উপর সশস্ত্র হামলা চালায়- যা পরবর্তীতে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে রূপ নেয়। শহিদ হন আবু সাঈদ-মুগ্ধসহ শত শত তরতাজা শিশু-কিশোর, ছাত্র-যুবক-শ্রমিক। চিরতরে অন্ধত্ব ও পঙ্গুত্ববরণ করেন হাজার হাজার শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষ। একাত্তরে সশস্ত্র পাক হানাদার বাহিনী ও তাদের এদেশীয় দোসরদের পরাজিত করে যেভাবে দেশের স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনা হয়েছিল, সেই একই চেতনা ধারণ করে স্বৈরাচারী-ফ্যাসিস্ট সরকারকে গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে হটিয়ে আমরা '২৪ এর ৫ আগস্ট অর্জন করি দ্বিতীয় বিজয়।

দেশের ক্রান্তিকাল অতিক্রম করে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জনগণের বিপুল ভোটে নির্বাচিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব তারেক রহমান এর নেতৃত্বে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার দেশের আপামর জনগণের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং সন্ত্রাস ও দুর্নীতি নির্মূল করে স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ে তুলতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। তাই, দেশের উন্নয়ন ও জনকল্যাণে রাষ্ট্রকাঠামো মেরামতের এই অগ্রযাত্রায় সরকারের প্রশাসনিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও শিক্ষাসহ সকল ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সংস্কার এবং বিভিন্ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচী বাস্তবায়নে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য।

৭১ এর মহান শহিদদের আদর্শকে ধারণ করে অভ্যন্তরীণ ও বৈশ্বিক নানাবিধ চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার মাধ্যমে একটি গণতান্ত্রিক, কল্যাণকর, আত্মমর্যাদাশীল, সুখী-সমৃদ্ধ ও স্বনির্ভর বাংলাদেশ গড়ার দৃঢ় শপথ নিতে হবে। আজকের এ মহান দিবসে, আমি হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারীর প্রতি আবারও আহ্বান জানাই আসুন, উচ্চ শিক্ষার এই পবিত্র প্রাঙ্গণের সার্বিক উন্নয়ন এবং দেশের স্বার্থে নিজ নিজ অবস্থান থেকে নিঃস্বার্থ এবং আন্তরিকভাবে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করি।
মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

(স্বাক্ষরিত)

(প্রফেসর ড. মো. এনামউল্যা)
ভাইস-চ্যান্সেলর
হাবিপ্রবি, দিনাজপুর

তারিখ: ১২ চৈত্র ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
২৬ মার্চ ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ